মাঘ ঃ মহাকাব্যকার মাঘ আপন কাব্যের শেষ পাঁচটি শ্লোকে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় রেখে গেছেন—'ধর্মনাভ রাজার মহামাত্য ব্রাহ্মণ সুপ্রভদেব, তাঁর পুত্র দত্তক; এই দত্তক কবিকীর্তি লাভের দুরাশায় 'শিশুপালবধ' নামে মহাকাব্য রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনার কারণে রচনাটি অতি মনোরম এবং প্রতি সর্গের শেষে 'শ্রী'শব্দ প্রয়োগ করায় কাব্যের মনোগ্রাহিতা আরও বেড়েছে[১]।' এই ছাড়া মাঘের স্থান-কাল বিষয়ক কোনও তথ্যই আমাদের জানা নেই; অধিকন্তু কবির ঐ আত্মপরিচয় প্রক্ষিপ্ত কিনা সেই বিষয়েও অনেকে সন্দিহান। কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা ধর্মনাভ (পাঠান্তরে বর্মলাত, বর্মলাট, চর্মলাভ, ধর্মনাথ, ধর্মপ্রভ) সম্পর্কেও কোনও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। ৬২৫ খ্রীস্টাব্দে লেখা বর্মলাত রাজার একটি শিলালেখ পাওয়া গেছে। অনেকের অনুমান মাঘ উক্ত রাজা বর্মলাতের অনুগ্রহধন্য ছিলেন। প্রবন্ধচিন্তামণির লেখক মেরুতুঙ্গাচার্য বলেছেন যে মাঘের বাসস্থান ছিল শ্রীমালনগর। পুষ্পিকায় উল্লিখিত শ্রীভিন্নমাল ও শ্রীমাল সম্ভবতঃ একই স্থান (আধুনিক গুজরাট-মারবাড় সীমান্তে অবস্থিত ভিন্‌মাল গ্রাম।) ভোজপ্রবন্ধে কবিকে গুর্জরদেশবাসী বলা হয়েছে। সুতরাং মাঘ গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন এমন অনুমান অমূলক নয়।

মাঘের কাল ঃ ৮ম-১১শ শতকের বিভিন্ন অলঙ্কার গ্রন্থে মাঘের কবিতা উদ্ধৃত। বামনের কাব্যলঙ্কার (৮ম শঃ), আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক (৯ম শঃ) মুকুলভট্টের অভিধাবৃত্তিমাতৃকা (১০ম শঃ) এবং ভোজের সরস্বতীকণ্ঠাভরণ (১১শ শঃ) গ্রন্থে শিশুপালবধ মহাকাব্যের শ্লোক উদাহরণরূপে প্রদত্ত। ১১৮০ খ্রীস্টাব্দে লেখা কর্ণাটকের একটি লেখে মাঘের উল্লেখ আছে; আবার নৃপতুঙ্গের কবিরাজমার্গ এবং সোমদেবের যশস্তিলক চম্পূতেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক A. B. Keith মনে করেন মাঘ শিশুপালবধের ২।১১২ শ্লোকে শ্লেষের দ্বারা[২] বামন ও জয়াদিত্যের কাশিকাবৃত্তি এবং জিনেন্দ্রবুদ্ধির ন্যাসের উল্লেখ করেছেন। কাব্য পরম্পরায় মাঘ ভারবির অনুসারী মহাকবি

Scanned with CamScanner

ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। অইহোলি শিলালেখে (৬০৪ খ্রী.) কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লিখিত। সুতরাং উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় ৭ম শেষার্ধ-৮ম শতক মাঘের স্থীবৎকাল।

মাঘচরিত **শিশুপালবধ**[১] মহাকাব্যে মোট বিশ সর্গে ১৬২৫টি শ্লোক। মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল-বধের কাহিনী বর্ণিত। পরবর্তী কালে ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আখ্যান পুনর্বিন্যস্ত। মাঘ প্রধানতঃ মহাভারত কাহিনীর অনুসরণ করেছেন; তবে মূল কাহিনীর বিস্তারিত বিন্যাসের সঙ্গে নানান কাহিনী এবং অসংখ্য উপাদান সহযোগে কাব্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। এই কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, প্রতিনায়ক শিশুপাল। রাজকুমারী রুক্মিণীকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিবাদ। কাব্যের সারসংক্ষেপ এরূপ : ১ম সর্গ—নারদের শ্রীকৃষ্ণভবনে আগমন, পরস্পরের কথোপকথন, নারদ কর্তৃক শিশুপালের দৌরাত্ম্য বর্ণনা এবং কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপালবধে সম্মতি। ২য়—উদ্ধব ও বলরামের সঙ্গে কৃষ্ণের মন্ত্রণা ও রাজনীতি সম্পর্কিত পরস্পরের আলোচনা। ৩য়—কৃষ্ণের সসৈন্যে হরিপ্রস্থ যাত্রা; দ্বারকা নগরীর বর্ণনা। ৪র্থ—অনুপ্রাস ও যমকের চাতুর্যে রৈবতকের বর্ণনা। ৫ম—কৃষ্ণের রৈবতক বিহারের বাসনা; কৃষ্ণের পরিজন ও সেনাদলের বর্ণনা। ৬ষ্ঠ—ঋতুর বর্ণনা। ৭ম-৮ম—যদুবংশীয় নৃপতি ও যুবক-যুবতীদের বনবিহার ও জলকেলি। ৯ম-১১শ—সন্ধ্যাবর্ণনা; যাদবদের মধুপান, প্রণয়কেলি ও সম্ভোগ বর্ণনা; প্রভাতবর্ণনা। ১২শ—চতুরঙ্গ বাহিনী সহ কৃষ্ণের অভিযান। ১৩শ—যাদব ও পাণ্ডবদের সম্মেলন, মহোৎসব ও কৃষ্ণের যাত্রা। ১৪শ—যুধিষ্ঠিরের আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা; ভীষ্মের কৃষ্ণস্তুতি। ১৫শ—কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দানের প্রস্তাবে শিশুপালের ক্ষোভ এবং কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও পাণ্ডবদের নিন্দা; ভীষ্মের উক্তিতে শিশুপালের পক্ষে সমবেত রাজাদের ক্রোধ ও কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ। ১৬শ—শিশুপালপ্রেরিত দূতের যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন এবং কৃষ্ণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান; দূত ও সাত্যকির উক্তি-প্রত্যুক্তি। ১৭শ—কৃষ্ণের সেনাবাহিনীর আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সাজসজ্জা। ১৮শ—উভয় সেনাদলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। ১৯শ—বিবিধ অলঙ্কার ও চিত্রবন্ধে যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা। ২০শ—কৃষ্ণ ও শিশুপালের দ্বৈত যুদ্ধ ও সুদর্শন চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ।

মাঘ বহুশাস্ত্রবিদ্ কবি। বেদ, পুরাণ, ষড়্দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈন আগম, অলঙ্কার শাস্ত্র, সঙ্গীত ও সমর শাস্ত্র প্রভৃতি সর্বত্র তাঁর বৈদগ্ধ্য সুপরিস্ফুট। প্রাচীন সমালোচক ও টীকাকারগণ মাঘের বিদ্যাবত্তা ও কাব্যসম্পদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন—কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, শ্রীহর্ষের পদলালিত্য প্রশংসনীয়, কিন্তু মাঘের রচনায় ঐ গুণত্রয়ের সমাবেশ[২]। মাঘের অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্পর্কে কোনও সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে কালিদাসের মেঘদূত আর মাঘের শিশুপালবধ পাঠ করতেই আয়ু শেষ হল[৩]। তাঁর শব্দবৈভবের প্রশংসায় কেউ বলেছেন—মাঘকাব্যের নটি সর্গ পাঠ করলেই অভিধানের সমস্ত শব্দ জানা হয়ে যায়[৪]। প্রথম সর্গে নারদকৃত কৃষ্ণস্তুতি মাঘের ভগবদ্ ভাবনার সোচ্চার প্রকাশ; সম্ভবতঃ কবিমনের এই ভাগবত অনুরাগের কথা স্মরণ করেই

Scanned with CamScanner

কোনও রসিক সমালোচক বলেছেন, 'মুরারিপদচিন্তা চেত্তদা মাঘে রতিং কুরু'। আসল কথা প্রাচীনেরা কবির কাব্যচ্ছটায় মুগ্ধ[৩৯]। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও বলতে পারি মাঘের রচনা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের অনীহা ও ভীতি বরাবর ছিল। বস্তুতপক্ষে ভারবি ও মাঘের সময় থেকে মহাকাব্যের আসরে যে পাণ্ডিত্যসর্বস্ব বিদ্যাবত্তার যোড়শোপচারে অনুশীলন শুরু হয়, সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেখানে প্রবেশ করার দুঃসাহস ছিল না। এঁদের কাল থেকেই কাব্য মানে ব্যাখ্যাগম্য রচনা। আলোচ্য কাব্যে অলঙ্কারের নৈপুণ্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, অনুপ্রাস-যমকের চাতুর্য, চিত্রবন্ধ পদ্যের ছটা প্রভৃতির দ্বারা একদিকে যেমন চমক জাগানোর প্রয়াস, অন্যদিকে ভাবগর্ভ সূক্তি, রাজনীতির পাণ্ডিত্য, পরিহাসপ্রিয়তা প্রভৃতি কবির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করে। যেমন কৃষ্ণের প্রশংসামূলক দুটি শ্লোক—

ক্রূরারিকারী কোরেক / কারকঃ কারিকাকরঃ।
কোরকাকারকরকঃ / করীরঃ কর্করোঽর্করুক্ ॥ ১৯।১০৪

কৃষ্ণ ছিলেন দুর্জয় রিপুর বিনাশক, পৃথিবীর একমাত্র প্রভু, দুষ্টের পীড়ক, পদ্মকুঁড়ির মত তঁর দুই চরণ, (তাঁর কাছে) দেহবলে হাতীরাও হার মানে, তিনি শত্রুর কাছে অতি ভয়ঙ্কর, সূর্যের মত তেজস্বী।

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী / দাদাদো দূদদীদদোঃ
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে / দদাদদদদোঽদদঃ[৪০] ॥ ১৯/১১৪

কৃষ্ণ—যিনি দাতা, খলের সন্তাপক, বাহুবলে দুষ্টের পীড়ক, দাতা ও কৃপণের উৎপাদক এবং বক, পুতনা ও অন্যান্যদের হন্তা—শত্রুদের ওপর অস্ত্র হানতে লাগলেন।

অথচ এই কবির ভাষাই যে কত ভাবগ্রাহী ও রসসমৃদ্ধ হতে তার প্রমাণ ক্ষুদ্রাকার সুবচনী—(ক) সদাভিমানৈকধনা হি মানিনঃ; (খ) শ্রেয়সি কেন তৃপ্যতে? (গ) প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা ইত্যাদি।

কামশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের প্রচেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনায় কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেছে। একটি উদাহরণ—

সীৎকৃতানি মণিতং করুণোক্তিঃ / স্নিগ্ধমুক্তমলমর্থবচাংসি।
হাসভূষণরবাশ্চ রমণ্যাঃ / কামসূত্রপদতামুপজগ্মুঃ ॥ ১০/৭৫

রমণীদের শীৎকার, রতিমিলনের সময়ে কণ্ঠস্বর, করুণ উক্তি, সোহাগের ভাষা, নিষেধ বাক্য, হাসির শব্দ, অলঙ্কার শিঞ্জন—এই সব কামশাস্ত্রের নিয়মমত ঘটতে লাগল।

মাঘ সম্পর্কে প্রাচীন সমালোচকদের অত্যুক্তি সর্বদা যথার্থ নয়, অনেক সময় ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসপ্রবণতা মাত্র। আলঙ্কারিক মহিমভট্ট ও তাঁর অনুগামীরা কাব্যদোষের উদাহরণ দিতে গিয়ে মাঘের অনেক কবিতার দোষ বিচার করেছেন।

ভারবি ও মাঘ ঃ মাঘ কি ভারবির অনুসরণে এই মহাকাব্য লিখেছিলেন? উভয় কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করলে আমাদের মনে হয় মাঘ ভারবির কাব্যকে সম্মুখে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহ নিয়ে আপন কাব্য সম্পূর্ণ করেছিলেন। তুলনামূলক আলোচনায় গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়—ভারবির কাব্য শ্রী শব্দ দিয়ে শুরু, প্রতি সর্গ লক্ষ্মী শব্দ দিয়ে

Scanned with CamScanner

শেষ। মাঘের কাব্যও শ্রী শব্দ দিয়ে শুরু, এবং প্রতি সর্গ শেষেও এই শব্দ প্রযুক্ত। উভয়ে কাহিনীর উৎস মহাভারত। ভারবি শিবের মহিমা কীর্তন করেছেন, মাঘ কৃষ্ণের গুণগান করেছেন। নগরবর্ণনা, প্রকৃতি চিত্রণ, শৃঙ্গারবিলাস, রাজনীতির গুরুত্ব, রণসজ্জা, যুদ্ধবর্ণনা, ভাষার কারিগরি, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, অর্ধভ্রমক, সর্বতোভদ্র, চক্রবন্ধ প্রভৃতির উদাহরণ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি সর্বত্রই অনুকরণীয় সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিরাতের ৫ম সর্গে ১৬টি ছন্দ ব্যবহৃত; শিশুপালের ৪র্থে ২৪টি। বিশেষ উপমা প্রয়োগের কারণে ভারবি 'আতপত্র ভারবি' এবং মাঘ 'ঘণ্টা মাঘ' উপাধি পেয়েছিলেন। উভয়ের নিকটে মহাকাব্যের যে, আদর্শ তারই চূড়ান্ত প্রকাশে উভয়ই সমধিক আগ্রহী; তাই গুণগ্রাহীরা বললেন 'তাবদ্ ভা ভারবের্ভাতি যাবন্ মাঘস্য নোদয়ঃ'। অর্থগৌরবে মাঘ ভারবির সমতুল; উভয়ের পাণ্ডিত্য সর্বতোমুখী, কিন্তু সেই তুলনায় কবিত্বগরিমা অকিঞ্চিৎকর। কখনও কখনও ভাষা ও ভাবেও উভয়ের সৌসাদৃশ্য খুবই চিত্তাকর্ষক। যেমন—

শ্রিয়ং বিকর্ষত্যপহন্ত্যঘানি / শ্রেয়ঃ পরিষ্মৌতি তনোতি কীর্তিম।
সন্দর্শনং লোকগুরোরমোঘং / তবাত্মযোনেরিব কিং ন ধত্তে॥ কি. ৩।৭

হরত্যঘং সম্প্রতি হেতুরেষ্যতঃ / শুভস্য পূর্বাচরিতৈঃ কৃতং শুভৈঃ।
শরীরভাজাং ভবদীয়দর্শনং / ব্যনক্তি কালত্রিতয়েঽপি যোগত্যাম্॥ শিশু. ১।২৬

বিলোকনেনৈর্ব তবামুনা মুনে / কৃতঃ কৃতার্থোঽস্মি নিবর্হিতাংহসা।
তথাপি শুশ্রূষুরহং গরীয়সীর্ / গিরোঽথবা শ্রেয়সি কেন তৃপ্যতে॥ শিশু ১।২৯

নিরাস্পদং প্রশ্নকুতূহলিত্বম- / স্মাস্বধীনং কিমু নিঃস্পৃহাণাম্।
তথাপি কল্যাণকরীং গিরং তে / মাং শ্রোতুমিচ্ছা মুখরীকরোতি॥ কি. ৩।৯

শিশুপালবধ মহাকাব্যের বহু টীকার (২৫ টির অধিক) উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ বহু টীকাকার এই কাব্যের টীকা রচনা করেন। বল্লভদেব, ভরতসেন, শ্রীকণ্ঠ, দেবরাজ, মল্লিনাথ, পেড্ডভট্ট, ভরতসেন, ভগদত্ত, লক্ষ্মীনাথ, কবিবল্লভ, বৃহস্পতি, দিবাকর প্রভৃতির টীকা প্রসিদ্ধ।

Scanned with CamScanner